কোস্ট ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তারিখঃ ২১ ডিসেম্বর ২০১৩।

প্রতি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে সকল সহকর্মী

হতে পরিচালক

বিষয় সংস্থার অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত কর্মী ভারতে পলায়নকারী বলে সন্দেহ হয় এমন এবং সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সংস্থার কর্মীদের ভিতরে অর্থ আত্মসাতের প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্তক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আপনাদের বরাবরে উপস্থাপন করা হলো।

১. সংস্থার অর্থ আত্মসাতের কারণে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের কাছে, তাদের জামিনদারদের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট চেয়াম্যানের কাছে টাকা প্রদান সাপেক্ষে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য পত্র প্রদান করা হচ্ছে। যে সকল অভিযোগকৃত কর্মী এ চিঠিতে সাড়া দেবেন না ছবিসহ তাদের নামে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

২. আমাদের কাছে এও তথ্য আছে যে কিছু কর্মী টাকা আত্মসাত করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আত্মগোপন করতে পারেন বা করেছেন। তাই এখানে আমরা আপনার অবগতির জন্য জানাতে চাই যে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের মধ্যে বন্দি বিনিময় এবং অপরাধী/অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের একটি চুক্তি আছে। সে চুক্তি বলে সংস্থা সে সব কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে অথবা ভারত সরকারকে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বা ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করবে। কিছু কর্মীকে এভাবে সন্দেহ করার পর এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩. ভবিষ্যতে টাকা আত্মসাতের কারণে কোন কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হলে এবং এ পর্যায়ে যদি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের অবহেলা এবং গাফিলতির কারণে আত্মসাতের মত ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে সে সব তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধেও সংস্থা মামলা দায়ের করবে। শুধু তাই নয় এ জন্য সংশ্লিষ্ট জামিনদারদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হবে।। এ বিষয়ে নজির স্বরুপ ইতিমধ্যেই কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৪. এ সার্কুলারটি সকলের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় (শাখা/অঞ্চল/প্রকল্প) এ কর্মরত সকল কর্মী অবগত হয়েছেন বলে প্রথমত: স্বাক্ষর করবেন। দ্বিতীয়ত: নোটিশবোর্ডে এটি পরবর্তী ১৫ দিন সবার অবগতির জন্য টাঙ্গানো থাকবে। তৃতীয় পর্যায়ে এটি সংশ্লিষ্ট ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে।

আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদসহ

সনত কুমার ভৌমিক

অনুলিপি
নির্বাহী পরিচালক
অফিস কপি